হুল দিবসে আন্দোলনে আদিবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ঐতিহাসিক হুল দিবসে আদিবাসীদের আন্দোলনে দিনভোর স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হল পুরুলিয়া। আদিবাসীদের জমি রক্ষার সাংবিধানিক রক্ষা কবচ সিএনটি এবং এসপিটি এ্যাক্ট অন্যায়ভাবে সংশোধনীর মাধ্যমে অধিকার হরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমির অধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করতে ও দেশের আদিবাসীদের উপর অত্যাচার ও হেনস্তার প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুরুলিয়াতে ৮ ঘন্টা রেল ও সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছিল ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহলে বিভিন্ন আদিবাসী গণসংগঠন। এদিন সকাল থেকেই তীর-ধনুক, ধামসা-মাদল নিয়ে বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় নেমে পড়েছিল আদিবাসীরা। সেই সঙ্গে সকাল থেকে রেললাইন ও সড়ক অবরোধও শুরু হয়। তবে অবরোধ কর্মসূচি নিতুড়িয়া ও সাঁতুড়ি এলাকাতেই বেশি প্রভাব ফেলেছে। আদিবাসী নেতা বেল টুডু, রাজেন টুডু ও জয়নাথ বাস্কের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা-আসানসোল শাখার মধুকুন্ডা ও পুরুলিয়া-আদ্রা শাখার গড়ধ্রুবেস্বর স্টেশনে রেল অবরোধ হয়। যার ফলে এই দুটি রেলপথে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পরে। বিভিন্ন স্টেশনে বহু দূরপাল্লার ট্রেন ও পণ্যবাহী মালগাড়ি আটকে পরে। মধুকুণ্ডা-বাঁকুড়া রোডে মধুকুণ্ডা এলাকায় অবরোধ হয়। নিতুড়িয়ার হরিডি এলাকায় পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কে অবরোধে সামিল হন আদিবাসী সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা। সাঁতুড়ির বেনাগড়িয়াতেও পথ অবরোধ হয়। ফলে দিনভোর পুরুলিয়ার বড় একটি অংশের সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন।

বেহাল রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত

রামকমল রক্ষিত, ইন্দাস ঃ বেহাল রাস্তা। কয়েকমাস ধরে রাস্তার ওপরেই বড় গর্তের সৃষ্টি হলেও, মেরামতে হাত লাগায়নি প্রশাসন। তাই, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হতে হচ্ছে যাত্রীবাহী বাস সহ মালবোঝাই লরি-ট্রাক্টরের মত যানবাহন চালকদের। এছাড়াও আছে দু'চাকার সাইকেল ও মটর বাইক চালকদের যাতায়াত। কিন্তু, রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ায় সব রকম যানবাহন চালকদেরই কষ্টের সীমা নেই। প্রসঙ্গত, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের ইন্দাস পীড়তলা থেকে সামড়োঘাটের দ্বারকেশ্বর নদের পাড় পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি পিচ রাস্তাটি কয়েকমাস ধরেই বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তাটির মাঝে মধ্যে খানা-খন্দে ভরা। পিচ উঠে গিয়ে কোথাও কোথাও আবার গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এখন বর্ষাকাল। তাই এখন প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। আর সেই বৃষ্টির জল গর্তগুলিতে জমা হচ্ছে। তার উপর দিয়েই যানবাহন চলাচলে আরও বেহাল করে তুলছে। কিন্তু, অনেকদিন রাস্তা সংস্কারের কাজ না হওয়ায়, সাম্প্রতিক রাস্তাটি আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। অথচ উক্ত রাস্তাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সামড়োঘাট-বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি শহরে যাওয়ার জন্য ওই রাস্তার উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া ইন্দাস ব্লকের বিভিন্ন শহরে যাওয়ার জন্য ওই রাস্তাটিই ব্যবহার করতে করা হয়। এছাড়া ইন্দাস ব্লক শহরে বিভিন্ন অফিসে কাজের জন্য এলাকার মানুষদের ওই রাস্তা দিয়েই আসতে হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এবং ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য অনেক রোগীদের নিত্য ইন্দাসে আসতে হয়। কিন্তু, রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনের কোন নজর নেই। তাই, রাস্তাটির এমন দশা হয়েছে। কষ্ট স্বীকার করেই রাস্তা চলাচল করতে হচ্ছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইন্দাস ব্লকের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি আছে সেইগুলির সংস্কারের কাজ একে একে হচ্ছে। এছাড়া ওই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে। টাকার বরাদ্দ এলেই সংস্কারের কাজ হবে।

বিয়ের পরেও নাবালিকার বিয়ে ভাঙলো প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ দেশের আইন রক্ষায় প্রয়োজনে কতটা কঠিন হওয়া যায় তা করে দেখালো পুরুলিয়ার প্রশাসন। বিয়ে হয়ে গেলেও সদ্য বিবাহিতার হাত থেকে খুলে নেওয়া হল স্বামীর দেওয়া নোওয়া। আজ প্রশাসনের সামনে মুছে ফেলা হবে কনের সিঁথির সিঁদুর। ইতিমধ্যে সরকারিভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সেই বিয়ে। এর পরেও দুজনের মধ্যে কোন সম্পর্ক রাখা হলে চাকরি যেতে পারে নব বিবাহিত হোমগার্ড কর্মী যুবকের। এমনটাই বলছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। কাব্যের গরু গাছে ওঠার মত ঘটনা হলেও বে নজির এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের দুই আদিবাসী পরিবারে। লুকিয়ে নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের বিষয়টি এখন জেলার সব মহলের কাছেই আলোচ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা চাইল্ড লাইনের কো-অর্ডিনেটর দীপঙ্কর সরকার জানান, মানবাজার-২ ব্লক তথা বোরো থানার খয়েরবনি গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গেস্বর মানডির ছেলে পেশায় সরকারি এনভিএফ কর্মী (বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের সদর দফতর বেলগুমা পুলিশ

লাইনে কর্মরত) কালিপদ মানডির এই থানারই জয়পুর গ্রামের এক কিশোরীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়। বুধবার রাতে বিয়েও হয়ে যায়। তিনি বলেন, ছেলেটির বয়স প্রায় ২৬ বছর হলেও মাত্র ১৪ বছর বয়সী মেয়েটি বর্তমানে বোরো থানার ধরমপুর গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। বছর খানেক আগে এই দুজনের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন মেয়েটির বয়স আরও কম থাকায় নাবালিকা বিয়ে আটকে দিয়েছিল প্রশাসন। দুটি পরিবারকে সতর্কও করে দেওয়া হয়েছিল। তবু প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে তিন-চার দিন আগে মেয়েটিকে পাত্র কালিপদর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়। মেয়ের গ্রামের লোকজনের কাছে নাবালিকার বিয়ে লুকিয়ে রাখা হলেও ছেলের বাড়িতে এদিন ধুমধামের সঙ্গেই বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হয়। রাতারাতি সে খবর চলে যায় জেলা চাইল্ড লাইনের কাছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আটঘাট বেঁধে বিশেষ অভিযানে নামে প্রশাসন। মেয়েটির স্কুল থেকে জন্ম তারিখ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পর ছেলেটির খয়েরবনি গ্রামের বাড়িতে যান প্রশাসনের আধিকারিক সহ বোরো থানার পুলিশ বাহিনী। ওই দলে জেলা চাইল্ড লাইনের কো-অর্ডিনেটর দীপঙ্কর সরকার, মানবাজার-২ ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধি বোরো থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিত মাসান্ত প্রমুখ। তাঁরা গিয়ে বেআইনি বিয়ের বিরুদ্ধে আইনের কড়া দিকগুলি তুলে ধরে এই বিয়েকে বাতিল করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তা অসম্ভব বলে জানিয়ে দেয় পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের লোকজন। শেষ পর্যন্ত চাকরি যাওয়ার ভয়ে প্রশাসনের প্রতিনিধিদের কথামতো সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর হাত থেকে শাঁখা ও নোওয়া খুলে নেয়। চাপে পড়ে মেয়েটির ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না দেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ মুচলেকা দেওয়া হয় মেয়েটির পক্ষ থেকে। দীপঙ্করবাবু বলেন, এর পর যাতে কোনভাবেই ওই নাবালিকার বিয়ে না দেওয়া হয় তার জন্য ধরমপুর গার্লস হোস্টেলে নজরদারির মধ্যে রেখে ওই মেয়েটির পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে বিবাহিতা মেয়েকে হোস্টেলে রাখতে বিধিগত অসুবিধা থাকায় বিয়ে করা যুবক বৃহস্পতিবার রাতেই নাবালিকার সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে ফেলেছে বলে দীপঙ্করবাবু জানান। শুক্রবার সকালে সে নিজেই হোস্টেলে গিয়ে নাবালিকাকে পৌঁছে দিয়ে আসে এবং প্রাপ্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত নাবালিকার সঙ্গে দেখা করবে না বলে কালীপদ মানডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে দীপঙ্করবাবু জানান।

দীপঙ্করবাবু মনে করেন, প্রশাসনের অভিনব এবং কড়া এই পদক্ষেপের পর আর কোন বাবা-মা বা তাঁদের আত্মীয়রা অপ্রাপ্ত বয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সাহস পাবেন না।

বাঁকুড়া শহরে এটিএম বন্‌ধ, সমস্যায় গ্রাহকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া শহরে বেশ কয়েকটি এটিএম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। টাকা তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে এটিএম ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। অথচ, বাঁকুড়া শহরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এটিএম পরিষেবা বন্ধ রয়েছে কিংবা তা তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্যাশলেস ইণ্ডিয়া গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো এবং নোট বাতিলের পর থেকেই বেশ কয়েকটি এটিএম বন্ধ হয়ে গেছে। এই সমস্যায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। শহরের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি জায়গায় কিছু এটিএম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাঁকুড়া শহরের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মাচানতলায় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন। স্কুলডাঙ্গায় চার্চ মোড়ের কাছে সুকান্ত স্ট্যাচু (মনোহরতলা) সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত বেসরকারি ব্যাঙ্কের এটিএম বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও শহরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও এটিএম যেখানে জরুরী প্রয়োজন সেখানেও বন্ধ রয়েছে। যার ফলে অনেকক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ গ্রাহকদের। গ্রাহকদের অভিযোগ, ক্যাশলেস ইণ্ডিয়া গড়তে গিয়ে বাঁকুড়া শহরে একগুচ্ছ এটিএম খোলা হয় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে। বর্তমানে সেই সব এটিএমের অনেকগুলোই বন্ধ। স্কুলডাঙ্গার মিলন দত্ত, সুতপা পাল ও রঞ্জন দাস বলেন, তাঁরা স্কুল রোড এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা প্রত্যেকেই খুব খুশি হয়েছিলেন স্থানীয় একটি এটিএম চালু হওয়ায়। জরুরী প্রয়োজনে টাকা তুলতে মাচানতলায় আর তাঁদের যেতে হবে না বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই এটিএমটি বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। তাঁদের অভিযোগ, এটিএম চালুর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক নয়। এতে তাঁদের মতো অসংখ্য গ্রাহক যেমন একদিকে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অন্যদিকে এটিএমটির জন্য বাড়ি ভাড়া গুনতে হচ্ছে ব্যাঙ্ককে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ জরুরী প্রয়োজনে লালবাজার থেকে মাচানতলায় টাকা তুলতে এসেছিলেন অম্লান কর্মকার। কিন্তু এটিএম বন্ধ থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, তাঁর বন্ধু দিলীপ রায় মেদিনীপুর থেকে বাড়িতে এসে টাকার সমস্যায় পড়েছিলেন। তাই তাঁকে নিয়ে টাকা তুলতে গিয়ে এটিএম বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন। রামপুর মনোহরতলার বাসিন্দা প্রদীপ নাগ, অরবিন্দনগরের বাসিন্দা সুকান্ত হেমব্রম, বাসুদেব কর্মকার বলেন, এই এলাকার কাছাকাছি কোনও ব্যাঙ্ক নেই, কোনও এটিএম তো দূরের কথা। এই এলাকায় প্রচুর মানুষ বসবাস করেন। এখানকার বাজার এলাকায় একটি এটিএম থাকার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। এখন এটিএম-এ টাকা তুলতে প্রায় দেড়-দু কিমি দূরে যেতে হয়। তাই মনোহরতলার বাজার এলাকায় এটিএম চালু হওয়ায় তাঁরা খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। নোট বাতিলের পর থেকেই এটিএমটি বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এটিএমটি পুনরায় চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন করা সত্বেও কোনও ফল হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গেলে এটিএম ব্যবহারের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা এটিএম ব্যবহারের জন্য বারবার বলছেন। জেলায় বন্ধ থাকা এটিএমগুলি পুনরায় চালু করার দাবি জানাচ্ছেন জেলার সাধারণ মানুষ। ওই এটিএমগুলি চালু হলে সাধারণ মানুষের অনেকটাই সমস্যার সমাধান হবে।

অকাল হোলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ আষাঢ়ে হোলি চুঁচুড়া আদালত চত্বরে। অকাল হোলিতে মাতলেন চুঁচুড়া আদলতের আইনজীবী, ল-ক্লার্কসহ বিচার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকল কর্মীরা। আজ তাদের আন্দোলনের ৪০ দিন। এখন আর আন্দোলন বলা ঠিক হবে না। আজ থেকেই সকল বন্দিদের মুক্তির জন্য তাঁরা কাজে হাত লাগিয়েছেন। আন্দোলনের ৩৯ দিনে তাঁরা আন্দোলনে জয়ী হয়েছেন। কলকাতার হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, চুঁচুড়া আদালত থাকবে চুঁচুড়াতেই। আজ তাই আদলতের সকল আইনজীবী, ল-ক্লার্ক সহ বিচার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকল কর্মীরা জয়ের আন্দোলনে ভাসলেন।

উদ্ধার গোখরো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার ছাতনা রেঞ্জ অফিসে শুক্রবার সকালে একটি পূর্ণ বয়স্ক গোখরো সাপ বের হতে দেখা যায়। বন দপ্তরের এই কার্যালয়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সাপটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে বনকর্মীরা। বনকর্মীদের সূত্রে জানা গেছে, সাপটি প্রায় ৬-৭ ফুট লম্বা। বন দপ্তরের সামনে সাপটিকে ফণা তুলে গর্জন করতে দেখে বনকর্মীরা। তারপর সেটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়।

আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া শহরে রেনিরোড এলাকায় আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সুনীল স্বর্ণকার (২২)। শহরের স্যাকড়াপাড়ার বাসিন্দা ওই যুবক। বৃহস্পতিবার রাতে নিজের শোবার ঘরের সিলিংয়ের সঙ্গে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে। ঘটনাটি জানতে পেরে পরিবারের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসরা তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের আত্মীয়রা পুলিশকে জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে সে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। প্রাথমিক অনুমান, সেই কারণেই সে আত্মঘাতী হয়েছে।

বাঁকুড়ায় পালিত হল হুল দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া শহরে পালিত হল হুল দিবস। নতুনচটিতে জেলা অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের কার্যালয়ে সিধু কানহু প্রতিকৃতিতে মাল্য দান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী ও জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা সহ বিভিন্ন আধিকারিক মাল্য দান করেন। এই অনুষ্ঠানটি বাঁকুড়া জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং জেলা অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ আধিকারিক অমিতেন্দু পাল বলেন, ধামসা-মাদল বাজিয়ে আদিবাসী প্রথায় গান ও নাচের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস ও গুরুত্ব এবং সিধু কানহ অবদান নিয়ে আলোচনাও করেন। অন্যদিকে বাঁকুড়ার হীড়বাঁধের দেউলগোড়ায় ভুয়াকানা পিপিএ মডেল হাইস্কুল মাঠে সাঁওতাল বিদ্রোহের শহিদদের মূর্তিতে মাল্য দান করে হুল দিবস পালনের সূচনা করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রানা দেবদাস এবং হীড়বাঁধের বিডিও শঙ্খশুভ্র দে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনালি মোহান্তি প্রমুখ। সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আদিবাসী গান ও নৃত্য পরিবেশন হয় এই অনুষ্ঠানে। এক কথায় বলা যায়, সারা জেলা মেতে উঠেছিল হুল দিবসের অনুষ্ঠানে।

পুরুলিয়ায় হায়নার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পূর্ণ বয়স্ক একটি হায়নার মৃতদেহ উদ্ধার হল পুরুলিয়ার ঝালদা থানা এলাকা থেকে। ঝালদা থানার পুলিশ ও বনদপ্তর সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোরে এই থানার মারু এলাকায় পুরুলিয়া-রাঁচি সড়কের উপরে হায়নাটির দেহ পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা। মৃত এত বড় হায়নাটিকে দেখে পথচলতি মানুষজন ভীড় জমাতে শুরু করে। কারণ চোখে সামনাসামনি দেখা ছিল না এতদিন। তারপর বনদপ্তরে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে

হায়নার দেহটি উদ্ধার করে। তাদের অনুমান, রাতের কোনও দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় হায়নাটির মৃত্যু হয়েছে। হায়নার দেহটি উদ্ধারের পর ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বনদপ্তর।

রঘুনাথপুরে উদ্ধার ট্যারেন্টুলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ায় আবরও উদ্ধার হল বিরল প্রজাতির মাকড়শা ট্যারেন্টুলা রঘুনাথপুর এলাকা থেকে। শুক্রবার ভোরে নিতুড়িয়া থানার বারুইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা নীলিমা গুরুর বাড়ি থেকে ট্যারেন্টুলাটি উদ্ধার হয়। নীলিমাদেবী জানান, ভোরবলায় মাকড়শাটিকে বাথরুমের সামনে ঘোড়াফেড়া করতে দেখে তিনি চমকে উঠেন। এরপরই মাকড়শাটিকে ধরার চেষ্টা করলে ছুটে বাড়ির ভিতরে পালঙ্কের নিচে ঢুকে পরে। কিন্তু বাড়ির লোকজন ট্যারেন্টুলাটিকে কোনো রকমে ধরে পলিথিনের মধ্যে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে উৎসুক প্রতিবেশীরা এই বিষাক্ত জীবটিকে দেখতে নীলিমাদেবীর বাড়িতে ভীড় জমান। ইতিপূর্বে কয়েক সপ্তাহ আগেই এই বাড়িটি থেকেই আরও একটি ট্যারেন্টুলা উদ্ধার হয়েছিল। সাঁতুড়ি ব্লক,

রঘুনাথপুর-১ ও ২ ব্লক ও নিতুড়িয়া ব্লক মিলিয়ে গত ১ মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি ট্যারেন্টুলা উদ্ধার হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রঘুনাথপুরের বিট অফিসার শুভেন্দু বিশ্বাস বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই এই মহকুমা এলাকায় বারবার বিষধর ট্যারেন্টুলা বেরিয়ে আসার ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। এই প্রাণীটির থেকে সকলকে দূরে থাকার এবং প্রয়োজনে বন দফতরকে জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন বনাধিকারিকরা।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.-54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile: 9609538713, 9775781615
Phone: 03211-255 222